দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা রোববার, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৬, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৯

বিশ্বমন্দা : উন্নয়নশীল বিশ্ব ও বিশ্বব্যাংক

ড. এম আজিজুর রহমান

কমবেশী প্রায় সমগ্র বিশ্বে চলছে অর্থনৈতিক মন্দা বা অর্থনৈতিক নিম্নচাপ। উৎপাদনখাত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সক্রিয়তা হ্রাসসহ অর্থনৈতিক খাতের নৈরাশ্যজনক পরিবেশ। সাময়িকভাবে হলেও বিশ্ব অর্থনীতি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য মন্দায় আক্রান্ত হয়ে কিছুটা পশ্চাৎপসারণ বা পিছু হটিয়েছে। অধিকাংশ দেশগুলোর আয়, উন্নতি, প্রবৃদ্ধি হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টির অভাব এবং সৃষ্ট কর্মসংস্থানের সংকোচন, বেকার সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি, ঋণ ও বিনিয়োগ সুবিধার অপ্রতুলতা, বিনিয়োগে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব, দ্রব্যমূল্যের অস্থিতিশীলতা ও কিছু কিছু দ্রব্যমূল্যের নিম্নগতি এবং তজ্জনিত কারণে উৎপাদন খাতে উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগের উৎসাহের অভাব সবকিছু মিলে গোটা দুনিয়া বা বিশ্বঅর্থনীতিতে কিছুটা আমাদেরকে হতোদ্যম করেছে। ভোগ-উপভোগের দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা, বেসরকারী খাত ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিনিয়োগের চাহিদা বিভিন্ন সংস্থা, কোম্পানি, ব্যাংক, বীমা, ইনসিওরেন্স, শিল্প ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের আর্থিক সংকট মিটানো ও ভর্তুকি প্রদানে সরকারী খরচ ও সরকারী বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। আবার বিশ্বমন্দার কারণে আমাদের রফতানীযোগ্য দ্রব্যাদির চাহিদা হ্রাস, রফতানী আয়, রফতানী বিনিয়োগ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হ্রাস পাবার ফলে দেশের দ্রব্যসামগ্রীর সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। একই কারণে সরবরাহ খাতে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাবে দ্রব্যাদির সামগ্রিক সরবরাহ কমে গিয়েছে। অর্থনৈতিক চক্রাকারের ফলশ্রুতি হিসাবে বিশ্বের অর্থনীতি যেভাবে আক্রান্ত তা হল প্রায় বেশীর ভাগ দেশেই দ্রব্যসামগ্রীর সামগ্রিক চাহিদা ও সরবরাহ উভয়ই হ্রাস পেয়েছে। দেশজ মোট উৎপাদন (GDP) ও উৎপাদনের হার কমে গিয়েছে, কর্মসংস্থানের অভাব ও বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং হতাশাজনকভাবে বাজারে মূল্যের অস্থিতিস্থাপকতা, এটাই হল সংক্ষেপে বিশ্বমন্দা। অনেকের মুখে বিশ্বমন্দা ও সংশ্লিষ্ট অর্থনীতির কথা শোনা যায়। অনেকেই আবার অর্থনৈতিক এই দুর্বলতার সুযোগে পুঁজিবাদ নীতিমালাকে অযৌক্তিকভাবে দোষারোপ করে, যা ঠিক নয়। অনেক অর্থনীতিবিদের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা যা বলতে চাই তা হল অর্ধযুগ আগে ইরাক যুদ্ধ এবং তেল ও জ্বালানির সংকট হল এই বিশ্বমন্দার অন্যতম কারণ। ইরাক পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল উত্তোলন ক্ষেত্র। ইরাক আক্রমণের দিন থেকে বিগত অর্ধযুগ ধরে আজ অবধি প্রতিদিন ৫ লক্ষ ব্যারেল তেল উৎপাদন কম হয়। তাহলে এই অর্থনৈতিক বিশ্ব প্রায় ১০০ কোটির অধিক পরিমাণে তেলের ব্যারেল ইরাকের এই বৃহৎ উৎস থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তেল ও জ্বালানির মত উৎপাদন খাতে অন্যতম একটি উপকরণ সরবরাহের সংকট দেখা দেয়। আস্তে আস্তে তেল ও জ্বালানির মূল্য বিশ্বব্যাপী বাড়তে থাকে। আশির দশকের দশ থেকে বার ডলার মূল্যের তেলের ব্যারেল গত দশকে প্রায় ১৫০ ডলারে ক্রয় করতে হয়। সারাবিশ্বে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধিজনিত কারণে দিন দিন মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে থাকে। একদিকে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির কারণে তেল আমদানীকারক দেশগুলোর দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, আয়, উন্নতি, প্রবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়, অর্থাৎ অধিকাংশ দেশেই দ্রব্যসামগ্রীর সামগ্রিক সরবরাহ কমতে থাকে। অন্যদিকে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধিজনিত কারণে ডাবল ডিজিট মুদ্রাস্ফীতির ফলে বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশেই দ্রব্যসামগ্রীর সামগ্রিক চাহিদা ব্যাপকভাবে কমে যায়। হ্রাসকৃত সামগ্রিক সরবরাহ এবং চাহিদার সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থির হয় অতি নিম্ন স্তরে। আমরা মনে করি বিশ্বমন্দার পেছনে এটা বড় একটি কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা চল্লিশ দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে বিগত ষাট বছরে এই প্রথম আমরা বিশ্বমন্দার মুখোমুখি হয়েছি। এ আর্থিক সংকট মোকাবেলা ও উত্তরণকল্পে প্রায় হাজার বিলিয়ন ডলার অর্থের প্রয়োজন। তেল ও জ্বালানি সংকট ও উৎপাদন খরচের ঊর্ধ্বগতি এবং তজ্জনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণে হ্রাসমান ক্রয়ক্ষমতা ও চাহিদা বিভিন্ন কারণে অর্থনৈতিক ধসের সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতি হিসাবে সারাবিশ্বে ২০০৭ সালের শেষার্ধ থেকে শিল্প ও সেবাখাতের উৎপাদন ও দ্রব্যসামগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ নৈরাশ্যজনকভাবে কমতে শুরু করেছে। আমেরিকান সরকারের এক তথ্য মতে বিশ্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ২০০৯ সালের মাঝামাঝি প্রায় ১৫% কমে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। এই হ্রাসমান হার ২০০৮ সাল থেকে অনেক বেশী। আমেরিকান সরকারী তথ্যে আরো বলা হয়, বিশ্ববাণিজ্যে এতবড় ধস এর আগে বিগত আশি বছরে আর কখনো নামেনি। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্যাদির রফতানী খাত বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ পাশ্চাত্যসহ সংশ্লিষ্ট দেশের আমদানী চাহিদা কমে গিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজার মূল্য হ্রাস পেয়েছে। যার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো দেশী-বিদেশী বাণিজ্য খাতে অর্থ সংকটের সম্মুখীন। উন্নয়নশীল দেশের অর্থ সংকটকে দূর করতে ও বাণিজ্যিক খাতকে চাঙ্গা করতে ঋণ ও বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর একার পক্ষে সম্ভব নয়। দরকার বৈদেশিক সাহায্য ও বিশ্বব্যাংকসহ বৈদেশিক অর্থনৈতিক সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আর্থিক সহযোগিতা। উল্লেখ্য, উন্নয়নশীল দেশগুলো এই বিশ্বমন্দা পরিবেশে ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা ও সুবিধা উভয়ই হারাতে চলছে। বিশ্বমন্দা মোকাবেলায় জরুরি ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে বিশ্ব প্রচেষ্টায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হবে, Capital inflow বাড়াতে হবে, নিয়োগ বাড়াতে হবে, উৎপাদন ও চাহিদা বাড়িয়ে রফতানী খাতকে চাঙ্গা করতে হবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি ও রক্ষাকল্পে উন্মুক্ত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এতদপ্রসঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত সহযোগিতার হাত বাড়াবে। সংক্ষেপে ঋণ ও বিনিয়োগ সুবিধা বাড়িয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মন্দা মোকাবেলায় ফলপ্রসূ সহযোগিতা প্রদান করবে। আমেরিকান সরকারের সাম্প্রতিক তথ্যমতে, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে নতুন করে বিভিন্নভাবে নিয়োগ সুবিধা বাড়িয়ে এবং মানবিক ও সামাজিক নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়ে মাত্র এক-চতুর্থাংশ উন্নয়নশীল দেশ বিশ্বমন্দার এই সমস্যা মোকাবেলা করতে সক্ষম। বিশ্বব্যাংকের মতে বিশ্বের ১১৬টি উন্নয়নশীল দেশের ৯৪টি বা শতকরা ৮১ ভাগ উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিশেষ নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত এই ৯৪টি উন্নয়নশীল দেশের ৪৩টি বা শতকরা ৪৬ ভাগ দেশ অধিক হারে দারিদ্র্যের শিকার। বিশ্বব্যাংক আরো বলেছে এসব উন্নয়নশীল দেশে গতিশীল খাত (Dynamic sector) বিশেষভাবে আক্রান্ত। যেমন শহরভিত্তিক রফতানী খাত, নির্মাণ খাত (Construction sector) জ্বালানি, খনিজসম্পদ ও শিল্পখাত। বিশ্বমন্দা উত্তরণে প্রয়োজন সমগ্র বিশ্ববাসী এবং উন্নত, উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশে সামগ্রিকভাবে সহযোগিতার সাথে কাজ করে যাওয়া। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও তা ধরে রাখা এবং ঋণ ও বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ও আর্থিক সুবিধা অর্জন করা। বিশ্বব্যাংক অতি কম সুদে ধার দিয়ে থাকে। IMF বিশ্বে একটি বড় ঋণদাতা সংস্থা। বিশ্বব্যাংক ও IMF সাশ্রয়ীমূল্যে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ১২৯টি দেশের আর্থিক ক্ষতিপূরণ করতে পারবে কিনা সন্দেহ। বিশ্বব্যাংক ও IMF-এর সঙ্গে বিশ্বব্যাপী আরো আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে, বিশ্বব্যাংক ও IMF সদস্যদের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং ঋণপ্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো যেমন আমেরিকা, জাপান, জার্মান এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, IMFসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাকে জরুরি ভিত্তিতে অধিক পরিমাণে দান ও অনুদান করবে। তাদের ধার দেবার নিজস্ব ক্ষমতা বাড়াতে হবে, সাশ্রয়ীমূল্যে ঋণ দিতে হবে এবং সত্যিকারের সাহায্য-সহযোগিতার মনমানসিকতা নিয়ে আন্তরিকতার সাথে এ বিশ্বমন্দা পরিস্থিতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থিক সংকট মোকাবেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণকল্পে এগিয়ে আসতে হবে।

ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।